তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় কর
ভারতের পানি আগ্রাসন এবং শাসকদের নতজানু নীতি রুখে দাঁড়ান

গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার ডাকে
৮-১০ এপ্রিল ঢাকা-তিস্তা ব্যারেজ রোডমার্চ সফল করুন

পদ্মা-মেঘনা-যমুনা (ব্রহ্মপুত্র) বিধৌত এই বাংলাদেশ। এর পরই আসে তিস্তার নাম। তিস্তা বাংলাদেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত চতুর্থ বৃহত্তম আন্তর্জাতিক নদী। উত্তরবঙ্গের একটা বড় অঞ্চল এই তিস্তা ও এর শাখা-প্রশাখার উপর নির্ভরশীল। অথচ স্মরণকালের ভয়াবহ পানি সংকটে তিস্তা নদী। পানির অভাবে তিস্তা সেচ প্রকল্পের অধীনে ৬৫ হাজার হেক্টর জমিতে এ বছর চাষাবাদ করা যাচ্ছে না। মাত্র ১০-১২ হাজার হেক্টর জমিতে চাষাবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সেখানেও পানির তীব্র সংকট। ফসলের জমি ফেটে চৌচির। চাষীরা পানির জন্য হাহাকার করছে। এই চাষীরাই কয়েকদিন আগে আলুর দাম না পেয়ে পথে বসে আহাজারি করেছে, পরিশ্রমের আলু পথে ঢেলে দিয়ে বিক্ষোভ করেছে। এখন ধান ফলাতে গিয়ে পানির অভাবে তাদের মাথায় হাত পড়েছে। সরকার বিদ্যুতের দাম আবারো বাড়িয়েছে। যথাসময়ে সেচের পানি না পেলে এ অঞ্চলের চাষীরা ৩০০ কোটি টাকা ক্ষতির সম্মুখীন হবে। সবদিকেই চাষীর মরণ। চাষীদের, গ্রামের গরিব মানুষদের মরণদশায় ঠেলে দিয়ে সরকার কোন্ রাজকার্যে ব্যস্ত? টি-টুয়েন্টি আয়োজনে।

৩০ মার্চ রংপুর-তিস্তা ব্যারেজ রোডমার্চ উদ্বোধনীর পর রংপুর শহরে বাসদ-এর মিছিল

তিস্তার পানিতে ভারতের আগ্রাসন

দেশের শস্যভাণ্ডার বলে খ্যাত উত্তরবঙ্গের নীলফামারী, লালমনিরহাট, রংপুর জেলা। এখানকার জমি তিন ফসলী এবং উৎপাদন খরচও খুব কম। এর পেছনে অবদান তিস্তা নদীর। তিস্তা এ অঞ্চলের প্রাণ। এর পানি দিয়ে এ অঞ্চলের সেচ কাজ চলে। কেন তিস্তায় পানি নেই? তিস্তার পানির উৎস কি শুকিয়ে গেছে? তিস্তা ব্যারেজের ৬৫ কিলোমিটার উজানে ভারত জলপাইগুড়িতে গজলডোবা ব্যারেজের সকল গেট বন্ধ করে দিয়ে একতরফা পানি প্রত্যাহার করায় গ্রীষ্মকালীন মৌসুমে তিস্তা নদীতে চরম পানি সংকট দেখা দিয়েছে। গত কয়েক বছর ধরেই ভারত এ কাজ করে চলেছে।

তিস্তা নদী উত্তর সিকিমের সো লামে হ্রদ থেকে শুরু হয়ে পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। ৩১৫ কি.মি দীর্ঘ তিস্তা নদীর ১১৫ কি.মি এবং ক্যাচমেন্ট এরিয়ার ১৭% পড়েছে বাংলাদেশে। তিস্তা নদীর পানি প্রধানত সেচকাজে ব্যবহারের জন্য ভারত জলপাইগুড়িতে গজলডোবা এবং বাংলাদেশ লালমনিরহাটে তিস্তা ব্যারেজ নির্মাণ করেছে। উজানের দেশ হিসাবে ভারত আগেই ব্যারেজ ও সেচখালের মাধ্যমে পানি সরিয়ে ফেলায় শুষ্ক মৌসুমে তিস্তা ব্যারেজ অনেকাংশে অকার্যকর হয়ে পড়ে। আবার, বর্ষা মৌসুমে অতিরিক্ত পানি ছেড়ে দেয়ার ফলে বাংলাদেশ অংশে বন্যা ও নদীভাঙন দেখা দেয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের হিসেবে, ঐতিহাসিকভাবে শীত মৌসুমে তিস্তা নদীতে ১৪ হাজার কিউসেক পানি প্রবাহিত হতো। গজলডোবা ব্যারেজে পানি প্রত্যাহারের পর বাংলাদেশের অংশে তা কমে ৪ হাজার কিউসেকে দাঁড়িয়েছে। খরা পরিস্থিতিতে এই প্রবাহ আরো কমে ১ হাজার কিউসেক হয়ে যায়। এ বিষয়ে নানা ধরনের পরিসংখ্যান পাওয়া যায়। বুয়েট এর পানিবিশেষজ্ঞদের হিসেবে তিস্তায় শুষ্ক মৌসুমে পানি প্রবাহিত হতো ৫ হাজার কিউসেক। গজলডোবা ব্যারেজ ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের পর প্রবাহ কমে হয়েছে সর্বনিম্ন ৫০০ কিউসেক। বিগত দিনে ভারত ও বাংলাদেশে পানির ব্যবহার অনেক বেড়েছে এবং ভারতের দাবি বৃষ্টিপাত কমে যাওয়াসহ প্রাকৃতিক কারণে তিস্তায় পানি কমে গেছে।

বাংলাদেশ তিস্তা নদীর উপর ব্যারেজ নির্মাণ করে ১৯৯৩ সালে তিস্তা সেচ প্রকল্প চালু করেছে। বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর ও বগুড়া এলাকায় সেচ প্রদানের জন্য এর ১০ হাজার কিউসেক পানি প্রত্যাহারের ক্ষমতা আছে। এই প্রকল্পের সেচ লক্ষ্যমাত্রা ৭ লাখ ৫০ হাজার হেক্টর হলেও বর্তমানে সেচ সুবিধা দেয়া যাচ্ছে ১ লাখ ১১ হাজার হেক্টর জমিতে। ওদিকে, ১৯৯৬ সাল থেকে গজলডোবা ব্যারেজ থেকে তিস্তা খালের মাধ্যমে সরিয়ে নেয়া পানি দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলের ৬০ হাজার হেক্টর জমিতে সেচকাজ চালানো হয়। পর্যায়ক্রমে ৯.২২ লাখ হেক্টর জমিকে এই পানি দিয়ে সেচ সুবিধায় আনার পরিকল্পনা আছে।

অন্যদিকে, গজলডোবা ব্যারেজের মাধ্যমে তিস্তা থেকে পানি সরিয়ে সংযোগখালের মাধ্যমে ফেলা হচ্ছে আপার মহানন্দা নদীতে যা গিয়ে মিলিত হয়েছে বিহারের মেচি নদীর সাথে। এভাবে ভারত তার বিতর্কিত আন্তঃনদীসংযোগ প্রকল্পের একাংশ বাস্তবায়ন করছে তিস্তার পানি দিয়ে। শুধু গজলডোবা ব্যারেজই নয়, সিকিম রাজ্য সরকার পর্যটন শিল্প ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রয়োজনে সিকিমে তিস্তার উপনদীগুলোতে ইতোমধ্যে ছোট-মাঝারি ৫টি বাঁধ নির্মাণ করেছে, আরো ৪টি নির্মাণাধীন রয়েছে এবং নতুন করে ৩১টি প্রস্তাবিত বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা করছে। যদিও এই বাঁধগুলোকে বলা হচ্ছে 'run-off the river' প্রকল্প যা নদীপ্রবাহকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না। কিন্তু এই কথা খাটে শুধুমাত্র বর্ষা মৌসুমে যখন নদীতে পানির প্রাচুর্য থাকে। জলাধারে পানি সংরক্ষণ এবং বাষ্পীভূত হওয়ার কারণে ভাটিতে পানি যতটুকু হ্রাস পায় তা শুকনো মৌসুমে নদীপ্রবাহে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে।

সরকারের নীরবতার রহস্য কি?

ইতোমধ্যে গত এক মাসে রংপুর, নীলফামারীসহ উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে কৃষকসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ ভারত সরকার কর্তৃক তিস্তা থেকে একতরফা পানি প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে এবং পানির ন্যায্য হিস্যার দাবিতে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ, কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির উদ্যোগে গত ৩০ মার্চ অনুষ্ঠিত হল রংপুর থেকে তিস্তা ব্যারেজ *(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

৩০ মার্চ রোডমার্চের সমাপনীতে লালমনিরহাটের দোয়ানী বাজারে তিস্তা ব্যারেজের সামনে নদীর চরে আন্দোলনের শপথ

৮-১০ এপ্রিল '১৪ গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার ডাকে ঢাকা-তিস্তা ব্যারেজ রোডমার্চ

৮ এপ্রিল মঙ্গলবার : সকাল ৯টায় জাতীয় প্রেসক্লাব থেকে শুরু, সকাল ১১টায় জয়দেবপুর চৌরাস্তা, দুপুর ১টায় টাঙ্গাইল, বিকেল ৩টায় হাটিকুমরুল মোড়, বিকেল ৫টায় বগুড়ার সাতমাথায় জনসভা

৯ এপ্রিল বুধবার : সকাল ৯টায় বগুড়া থেকে যাত্রা শুরু, সকাল ১১টায় গোবিন্দগঞ্জ, দুপুর ১২.৩০মি. পলাশবাড়ি, দুপুর ৩টায় শঠিবাড়ি, বিকেল ৫টায় রংপুর পায়রা চত্বরে জনসভা

১০ এপ্রিল বৃহস্পতিবার : সকাল ৯টায় রংপুর থেকে শুরু হয়ে পাগলাপীর, জলঢাকা হয়ে পথে পথে সমাবেশ শেষে

বিকেল ৪টায় তিস্তা ব্যারেজ সংলগ্ন দোয়ানী বাজারে সমাপনী সমাবেশ

সমাজবাদ
বিশেষ সংখ্যা এপ্রিল ২০১৪
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ
কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি

তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় কর

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) পর্যন্ত রোডমার্চ। তিস্তার পানি নিয়ে যখন এত হইচই চলছে তার মাত্র কিছু দিন আগে গত ১২ মার্চ '১৪ বাংলাদেশ ভারত যৌথ নদী কমিশনের দুই দিনব্যাপী বৈঠক পানির ন্যায্য হিস্যার সমাধান ছাড়াই শেষ হয়েছে। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয়েছে যে সহসা ভারত অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা প্রদানে আগ্রহী হবে না। অথচ পাকিস্তানের সাথে ভারতের একাধিকবার যুদ্ধসহ বৈরী সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও সিন্ধু নদের পানি ভাগাভাগি নিয়ে স্থায়ী চুক্তি হয়েছে।

তিস্তা নদীর পানিবণ্টন নিয়ে স্বাধীনতার পর আলোচনা শুরু হলেও ১৯৮৩ সালে প্রথম একটি সমঝোতা হয়। তখন ঠিক হয়, ভারত ৩৯% ও বাংলাদেশ ৩৬% পানি পাবে। বাকি ২৫% কতটুকু বাংলাদেশে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত তিস্তার গতিপথ বাঁচিয়ে রাখার জন্য দরকার এবং এটি কিভাবে ভাগাভাগি হবে তা নিয়ে পরে আলোচনার কথা ছিল। কিন্তু ভারতের অনীহার কারণে এবং শাসকদের উদ্যোগের অভাবে তা বাস্তবায়িত হয়নি। ২০১১ সালে সচিব পর্যায়ের বৈঠকে বাংলাদেশ শুষ্ক মৌসুমে ৮,০০০ কিউসেক পানি দাবি করে, অন্যদিকে ভারত দাবি করে তার প্রয়োজন ২১,০০০ কিউসেক। অথচ, শীত মৌসুমে সর্বাধিক সংকটের সময়ে তিস্তা নদীতে ১০,০০০ কিউসেক-এর বেশি পানিপ্রবাহ থাকে না।

২০১১ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর বাংলাদেশ সফরের সময় তিস্তার পানি বণ্টন চুক্তির বিষয়ে পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের বিরোধিতাকে অজুহাত হিসাবে দাঁড় করিয়ে ভারত সরকার চুক্তি করতে অপারগতা প্রকাশ করে। মমতার বক্তব্য, শুষ্ক মৌসুমে গজলডোবা ব্যারেজ থেকে বাংলাদেশকে তিস্তা নদীর ৫০% পানি দিলে পশ্চিমবঙ্গের ৫টি জেলার এক কোটিরও বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তিনি বলেছেন, তিস্তার পানির ৭৫% পশ্চিমবঙ্গের জন্য রেখে বাংলাদেশকে ২৫% এর বেশি দেয়া যাবে না। দুই দেশের মানুষের পানির প্রয়োজন ও জীবন-জীবিকার কথা মাথায় রেখে আলোচনা ও সমঝোতার ভিত্তিতে ন্যায্য পানি ভাগাভাগির পরিবর্তে মমতা বাংলাদেশের মানুষকে বঞ্চিত করে ভারত সরকার অনুসৃত একতরফা পানি প্রত্যাহার নীতিরই প্রতিধ্বনি করছেন। অভিন্ন নদীর পানির উপর বাংলাদেশের ন্যায্য হিস্যা রয়েছে এবং আন্তর্জাতিক আইন ও রীতি-নীতি অনুযায়ী উজানের দেশ ভাটির দেশকে বঞ্চিত করে একতরফাভাবে পানি প্রত্যাহার করতে পারে না।

জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে জাতীয় সঙ্গীতের বিশ্বরেকর্ড!

নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় করতে ব্যর্থ হলেও বর্তমান সরকার একের পর এক চুক্তি করে চলেছে যেখানে জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দেয়া হচ্ছে। ২০১০ সালে হাসিনা-মনমোহন চুক্তি, ট্রানজিটের নামে করিডোর প্রদান করে চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্রবন্দর এবং আশুগঞ্জ নৌ-বন্দর ভারতের ব্যবহারের জন্য অনুমোদন প্রদান, সন্ত্রাস দমনের নামে আঞ্চলিক টাস্কফোর্স গঠন করে আমাদের দেশে ভারতের সামরিক উপস্থিতির সুযোগ করে দেওয়া, বাগেরহাটের রামপালে সুন্দরবন ধ্বংস করে ভারতের স্বার্থে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের চুক্তি এবং সমুদ্রের দু'টি গ্যাসব্লক ভারতের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। এসব জনস্বার্থ ও জাতীয় স্বার্থবিরোধী চুক্তি ঢাকা পড়ে যাচ্ছে গিনেজ রেকর্ড বুকে নাম ওঠানোর জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার আয়োজনে।

শুধু আওয়ামী লীগ নয়, গত ৪২ বছরে যারাই দেশ শাসন করেছে, বিএনপি-জামাত-জাতীয় পার্টি সকল সরকারই দেশের স্বার্থে তিস্তাসহ অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কোনো ক্ষেত্রেই দৃঢ় অবস্থান নিতে পারেনি। এরা অনেকেই ভারত বিরোধিতার কথা বলে সাম্প্রদায়িকতাকে উসকে দেয়, ভোটের রাজনীতিতে চালবাজি করে, কিন্তু ভারতের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো ভূমিকা নেয় না।

ফারাক্কার পর এবার তিস্তা

ফারাক্কা নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। ফারাক্কা বাঁধের কারণে পদ্মা নদী শুকিয়ে যাচ্ছে। পদ্মার সাথে যুক্ত প্রায় ২০টি নদী এবং ঐতিহ্যবাহী চলনবিলসহ ওই অঞ্চলের জলাশয়গুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলার বরেন্দ্র অঞ্চলসহ পদ্মা অববাহিকার ১৮ জেলায় মরুকরণের আশংকা সৃষ্টি হয়েছে। শুধু তাই নয়, পদ্মার পানি প্রবাহ কমে যাওয়ায় প্রভাব পড়ছে দক্ষিণাঞ্চলের সমুদ্র তীরবর্তী খুলনা-সাতক্ষীরা অঞ্চলেও, সেখানে সমুদ্রের লোনা পানি ভেতরে চলে আসছে, জমিতে লবণাক্ততা বাড়ছে। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, খুলনা অঞ্চলে ১৯৭৫-'৯২ সময়কালে শুষ্ক মৌসুমে লবণাক্ততার পরিমাণ ফারাক্কা বাঁধ পূর্ববর্তী মাত্রার চেয়ে ১৮০০ শতাংশ বেড়ে গেছে। বর্তমানে দেশের ১৯টি জেলা কমবেশি লবণাক্ততায় আক্রান্ত।

ফারাক্কা-গজলডোবা বাঁধই শেষ নয়। কিছুদিন আগে সারি নদীর উজানে নতুন করে বাঁধ নির্মাণ করেছে। মেঘনার উৎস নদী সুরমা-কুশিয়ারার উজানে ভারতের মণিপুরে বরাক নদীর ওপর টিপাইবাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়ে ইতোমধ্যে যথেষ্ট হইচই হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের অব্যাহত ও লাগাতার প্রতিবাদ সত্ত্বেও ভারত সরকার সে কাজ বন্ধ করেনি। শুষ্ক মৌসুমে দেশের সবচেয়ে বেশি পানি আসে ব্রহ্মপুত্র নদ দিয়ে। ব্রহ্মপুত্রের উজানে পানি সরিয়ে ভারত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে ভারতের অন্য নদীতে নিয়ে যেতে চায়। এসব সম্পন্ন হলে বাংলাদেশ মরুকরণের ঝুঁকি আরো বাড়বে।

ভারত আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি লঙ্ঘন করে চলেছে

তিস্তার পানি পাওয়া আমাদের ন্যায্য অধিকার।

তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যার দাবিতে ২৩ মার্চ রংপুরে বাসদের মানববন্ধন ও বিক্ষোভ

আন্তর্জাতিক আইনও এ ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে। হেলসিংকি নীতিমালা অনুসারে প্রতিটি নদী তীরবর্তী রাষ্ট্র তার সীমানায় পানি সম্পদের ব্যবহারের অধিকার ভোগ করবে যুক্তি ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে। ১৯৯৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ জলপ্রবাহ কনভেনশনে পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে 'যুক্তি ও ন্যায়পরায়ণতার নীতিমালা' গ্রহণ করে। এসব নীতিমালার মূল কথা হল, উজানের কোনো দেশ ভাটির কোনো দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে একক সিদ্ধান্তে বাঁধ দিয়ে পানি আটকাতে পারে না। সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সম্মতি ব্যতিরেকে কোনো রাষ্ট্র একতরফাভাবে আন্তর্জাতিক নদীর গতিধারার পরিবর্তন করতে পারে না। সম্মতি ব্যতিরেকে কোনো রাষ্ট্র একতরফাভাবে আন্তর্জাতিক নদীর গতিপথ পরিবর্তন করলে এবং এর ফলে অন্য রাষ্ট্রের ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণের জন্য সে রাষ্ট্র দায়ী থাকবে। এ দেশের শাসকদের নির্বিকারত্ব কতটুকু তা বুঝা যায় এই তথ্য থেকে, আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ জলপ্রবাহ কনভেনশন ১৯৯৭ এখনো বাংলাদেশ 'রেটিফাই' করেনি, ভারতও করেনি।

সমাধান কোন্ পথে?

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ২০১১ সালে বলেছেন, "৪০ বছরে একটিমাত্র নদীর পানি ভাগাভাগি এবং অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তির কাছাকাছি এসেছি। এ হারে ৫৪টি অভিন্ন নদীর ব্যাপারে চুক্তি স্বাক্ষরে দু'প্রতিবেশীর সময় লাগবে এক সহস্র বছর।" ভারত সব অভিন্ন নদীর পানিবণ্টনের সমন্বিত পরিকল্পনার বদলে একেকটি করে আলোচনা করছে। অভিন্ন নদীর পানি সমন্বিত ও যৌথ ব্যবস্থাপনা-ব্যবহার-উন্নয়ন-রক্ষণাবেক্ষণ এবং এ সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য চীন, ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটানকে নিয়ে যৌথ অববাহিকা কর্তৃপক্ষ গঠন করা দরকার। ইউরোপে রাইন নদীর অববাহিকায় যত দেশ আছে সবাই মিলে বিশেষজ্ঞ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সমন্বয়ে যৌথ কমিশন গঠন করেছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ৬টি দেশ নিয়ে একইভাবে মেকং রিভার কমিশন কাজ করছে। সম্প্রতি চীন কর্তৃক ব্রহ্মপুত্রের উৎস সাংপো নদীর উপর বাঁধ দিয়ে বিশ্বের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের ঘোষণায় ভারত সরকার জোরালো আপত্তি জানিয়েছে এবং বাংলাদেশের জন্যও তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। ভারত ও বাংলাদেশে প্রধান নদীগুলোর পানি কমে যাওয়ার সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ ইতোপূর্বে নেপালের পাহাড়ী এলাকায় জলাধার নির্মাণ করে শুষ্ক মৌসুমে পানিপ্রবাহ বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছিল। এর সম্ভাব্যতা যাচাই ও বাস্তবায়ন করতে হলে এ ধরনের বহু-রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা দরকার।

ভারত-বাংলাদেশ দু'দেশের মানুষেরই পানি প্রয়োজন এবং এ প্রয়োজন দিনদিন বাড়বে। ফলে দু'দেশের মানুষের অভিন্ন স্বার্থে নদী রক্ষায় পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে সমন্বিত পরিকল্পনা ও উদ্যোগ দরকার। এক্ষেত্রে একটি বিষয় আমরা উল্লেখ করতে চাই, অভিন্ন নদীর পানিবণ্টনের মতো একটি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় শুধুমাত্র দু'দেশের সরকারী মহলের উপর ছেড়ে দেয়া যায় না। কারণ ভারতের সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী তাদের শ্রেণীস্বার্থ ও পার্লামেন্টারি রাজনীতিতে সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে নানা কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে কখনো আধিপত্যবাদী রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে পানি-সমস্যাকে কাজে লাগিয়েছে, কখনো সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার নামে পানির বিনিময়ে নানা সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করেছে। একইভাবে বাংলাদেশের সরকারগুলোও কখনো নতজানু নীতি অনুসরণ করে জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়েছে, কখনো ভারতবিরোধিতার নামে সাম্প্রদায়িক উস্কানির আড়ালে বাংলাদেশকে ভারতের বাজারে পরিণত করেছে। এভাবে জনগণের জীবন-জীবিকার সংকট বেড়েছে, সমস্যা জটিলতর হয়েছে এবং দু'দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করেছে। ফলে আমাদের দাবি – পানিসমস্যা সংক্রান্ত আলোচনায় সরকার ও সরকারি বিশেষজ্ঞদের পাশাপাশি দু'দেশের বেসরকারি পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ এবং সকল গণতান্ত্রিক দল ও সংশ্লিষ্ট সব মহলের মতামত নিতে হবে। সর্বোপরি, সমস্ত বিষয় দু'দেশের জনগণকে খোলামেলা জানাতে হবে, আমলাতান্ত্রিক অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না। দুদেশের জনগণ ও সচেতন মহলের চাপ সরকারগুলোকে জনস্বার্থে সঠিক পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করতে পারে।

ভারতের গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষের সহযোগিতা চাই

ভারত সরকার একতরফা পানি প্রত্যাহার এবং নানা অজুহাতে অভিন্ন নদীগুলোর পানিবণ্টন আলোচনা ঝুলিয়ে রেখে বিভিন্ন সময় বাংলাদেশের উপর চাপ সৃষ্টির হাতিয়ার হিসেবে একে ব্যবহার করেছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ভারতের শাসকশ্রেণী ও জনসাধারণ এক কথা নয়। ভারতের সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী সেদেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের বাজার সম্প্রসারণ ও পুঁজি বিনিয়োগের স্বার্থে দক্ষিণ এশিয়াকে তার প্রভাবাধীন অঞ্চলে পরিণত করতে চায়। ভারতের শাসকশ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনায় ভারতীয় জনগণের কোনো স্বার্থ নেই। সেদেশের নিপীড়িত মেহনতি মানুষও তাদের জীবনের জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে শাসকদের গণবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করছে। আমরা জানি, ভারতের বামপন্থী ও গণতন্ত্রমনা প্রগতিশীল শক্তি এ অঞ্চলে ভারতীয় শাসকশ্রেণীর আধিপত্যবাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার। ভারত-বাংলাদেশের শোষিত জনগণের সংগ্রামের ঐক্যের পথেই ভারতীয় শাসকগোষ্ঠীর সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতা কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব।

নদী ধ্বংসের জন্য বাংলাদেশের শাসকশ্রেণীও দায়ী

আমাদের নদীর পানির ওপর ভারতের আগ্রাসী থাবা যেমন আছে তেমনি আছে আমাদের শাসকদের পরিকল্পনাহীনতা, দায়িত্বহীনতা। মুখে নদী খনন, পানি সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের কথা বলা হলেও এ কাজের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করা হয় না, বরাদ্দকৃত অর্থ প্রধানত শাসক দলের নেতা-কর্মীদের পকেট ভারী করার কাজে লাগে। এছাড়া অপরিকল্পিতভাবে বাঁধ, রাস্তা-ঘাট, পুল নির্মাণ নদীর গতিপথকে বাধাগ্রস্ত করে চলছে দিনকে দিন। পাশাপাশি শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় নদী-খাল-বিল-জলাশয় দখলের মহোৎসব চলেছে। আর পাল্লা দিয়ে চলছে নদীর দূষণ ও দখল। শুধু ঢাকার আশেপাশে বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু ও তুরাগ নদীর একটা বড় অংশ দখল এবং ভরাট হয়ে গেছে এবং প্রায় সাত হাজার ছোট-বড় শিল্প-কলকারখানার বর্জ্যে পানি সীমাহীন মাত্রায় দূষিত হচ্ছে। এর কোনো প্রতিকার নেই। শাসকগোষ্ঠী যে শুধু মানুষকে শোষণ-লুণ্ঠন করছে তাই নয়, মানুষ যে প্রকৃতির ওপর ভর করে বেঁচে আছে তাকেও ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দিয়েছে।

গণআন্দোলনের ধারাতেই সরকারকে বাধ্য করতে হবে

বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের কাছ থেকে তিস্তাসহ সকল অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ে সরকারের জোরালো উদ্যোগ গ্রহণের দাবিতে, মহাজোট সরকারের নতজানু নীতির প্রতিবাদে এবং বাংলাদেশকে বঞ্চিত করে ভারতের একতরফা পানি প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে বিশ্বজনমতকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বাসদ রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে গত ৩০ মার্চ হাজার হাজার জনগণের অংশগ্রহণে রংপুর থেকে তিস্তা ব্যারেজ পর্যন্ত রোডমার্চ অনুষ্ঠিত হয়েছে। একই দাবিতে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার ডাকে আগামী ৮ থেকে ১০ এপ্রিল ঢাকা থেকে তিস্তা ব্যারেজ পর্যন্ত 'রোডমার্চ' কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। ৮ এপ্রিল সকাল ৯টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে উদ্বোধনী সমাবেশ শেষে রোডমার্চ যাত্রা শুরু করে ৩ দিনে গাজীপুর, টাঙ্গাইল, হাটিকুমরুল, বগুড়া, গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ, পলাশবাড়ী, রংপুর, নীলফামারীর জলঢাকা হয়ে ১০ এপ্রিল বিকাল ৪টায় তিস্তা ব্যারেজসংলগ্ন দোয়ানীবাজারে সমাপনী সমাবেশের মাধ্যমে সমাপ্ত হবে। পথে পথে সমাবেশ, মিছিল, গণসংযোগ, প্রচারপত্র বিলি, জনসভা, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হবে। আমরা সরকারের কাছে তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জোর দাবি জানাই। তিস্তাসহ সকল অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ে সরকারকে জোরালো কূটনৈতিক চাপ অব্যাহত রাখার পাশাপাশি জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন সংস্থায় তিস্তার পানি বণ্টনের সমস্যাটি তুলে ধরতে হবে। কিন্তু সরকার জনগণের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে কি করবে সে ভরসা খুব কম। আমরা মনে করি, এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ হল সচেতন সংগঠিত গণআন্দোলন। তিস্তাসহ অভিন্ন ৫৪টি নদী বাঁচাতে পানির ন্যায্য পাওনা আদায়ের সংগ্রামে রাজপথে সোচ্চার হওয়া ছাড়া আর কোনো পথ নেই। আমরা সকলকে সেই আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

বাসদের তিস্তা ব্যারেজ রোডমার্চ

(শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন) বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কয়েকশ মানুষ সেখানে সমবেত হয়েছিল। শত শত বিঘা জমির বোরো ধান পানির অভাবে মরে যাচ্ছে অথচ ভারত সরকার গজলডোবায় বাধের মাধ্যমে পানি প্রত্যাহার করে বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়ে যাওয়ার আয়োজন করছে। তার নিজের দেশের জনগণের প্রতি তীব্র শোষণ, সীমাহীন দুর্নীতিকে আড়াল করে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে, মমতাকে সামনে রেখে এই ঘৃণ্যকৌশলের আশ্রয় নিয়েছে ভারত সরকার। যার বলি হচ্ছে এ অঞ্চলের কৃষি, কৃষক ও গোটা পরিবেশ। আমাদের সরকারের ভূমিকা দেখে মনে হচ্ছে, যেন কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমাচ্ছে। জনগণের হাহাকার তার কানে যাচ্ছে না। রোডমার্চ শুরুর সমাবেশে নেতৃবৃন্দ এসব কথা বলেন। সকাল ১১টায় রোডমার্চের উদ্বোধন করেন সমাবেশের সভাপতি ও বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির রংপুর জেলা সমন্বয়ক কমরেড আনোয়ার হোসেন বাবলু। উদ্বোধনী সমাবেশে বক্তৃতা করেন বাসদ কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য কৃষিবিদ কমরেড ওবায়েদুল-াহ মুসা, কমরেড মঞ্জুর আলম মিঠু,বাসদ রংপুর জেলা কমিটির সদস্য পলাশ কান্ড়ি নাগ, আহসানুল আরোফিন তিতু।

রোডমার্চের সঙ্গে ছিল চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সঙ্গীতের টিম। চারণের শিল্পীরা রোডমার্চের অগ্রগামী বাহিনী হিসাবে প্রতিটি পথসভার স্পটে তিস্তা নিয়ে গান পরিবেশন করে মানুষকে উদ্দীপ্ত করেছে। পাগলাপীর, গঞ্জিপুরে সমাবেশ শেষে দুপুর ১টায় রোডমার্চ চন্দনের হাটে পৌঁছে। চন্দনের হাটে পথসভায় বক্তব্য রাখেন ওবায়দুল্লা মূসা। তিনি বলেন, তিস্তার পানির অভাবে ইতোমধ্যে এ অঞ্চলের আবহাওয়া চরমভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে। ৫/৭ ফুট নিচে নেমে গেছে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর। রাত্রির প্রথম প্রহরে অত্যন্ত গরম অনুভূত হলেও শেষ রাতে ঠাণ্ডা লাগে। এটা মরুকরণের প্রাথমিক লক্ষণ।

দুপুর ২টায় রোডমার্চ বড়ভিটায় পৌঁছে। সেখানে শত শত মানুষ জড়ো হয় সমাবেশ শুনতে। দুপুরে খাবার রান্না থেকে শুরু করে পরিবেশন সবই করে স্থানীয় জনগণ। অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তারা রোডমার্চ টিমকে আপ্যায়ন করে। একটিই আকুতি তাদের চোখে-মুখে, আমরা যেন এই আন্দোলনকে সফল করে পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় করতে পারি। বড়ভিটা থেকে বিন্যাকুড়ি, বড়ঘাট হয়ে পথে পথে সভা-সমাবেশ, লিফলেট বিলি করে বিকেল ৪টায় রোডমার্চ জলঢাকায় সমাবেশ করে। সেখানে কয়েক হাজার মানুষ উদগ্রীব হয়ে নেতৃবৃন্দের বক্তব্য শোনে। স্থানীয় মানুষের আক্ষেপ, কেন বাসদের নেতাকর্মীরা পূর্বেই তাদের সাথে যোগাযোগ করেনি। আগে জানালে তারা নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে আরও বড় সমাবেশ করতে সহযোগিতা করত। তারা আক্ষেপ করে বলেছে, ভাই বড় বড় অনেক পার্টি আছে। কই, তারাতো এ বিপদে এগিয়ে আসেনি। আমরা আপনাদের পার্টি করিনা, আপনারা ছোট পার্টি, অথচ আপনারাই আমাদের সমস্যা নিয়ে আন্দোলন করছেন। আপনাদের এ আন্দোলনের সাথে আমরা আছি।

বিকাল ৫টায় রোডমার্চ তিস্তা ব্যারেজে পৌঁছে।

প্রমত্ত তিস্তার বুকে ধু ধু চর। সেই চরে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার মানুষ শপথ নেয় তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার

রোডমার্চের শত শত মানুষ তিস্তার রুক্ষ শুষ্ক চিত্র দেখে হতবাক হয়ে পড়ে। এক সময়ের প্রমত্তা তিস্তার একি হাল! যতদূর চোখ যায় শুধু ধু-ধু বালুচর। তিস্তায় পানি নেই, এটা সবাই জানতো। কিন্তু নদীতে পানি না থাকার দৃশ্য এতো নিদারুণ কষ্টের অনুভূতি জাগায়, সেটা নিজ চোখে না দেখলে উপলব্ধি করা কঠিন।

এরপর রোডমার্চ দোয়ানী বাজারে পৌঁছে। সেখানে সমাপনী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। হাজার হাজার মানুষ রোডমার্চের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। নেতৃবৃন্দের সাথে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে তারা শপথবাক্য পাঠ করেন – তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ের আন্দোলন দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত চলবে।

দোয়ানী বাজারের সমাবেশসহ বিভিন্ন সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ গাইবান্ধা জেলা আহবায়ক কমরেড আহসানুল হাবীব সাঈদ, পঞ্চগড় জেলা সমন্বয়ক অধ্যাপক তরিকুল আলম, বগুড়া জেলা সমন্বয়ক কৃষ্ণ কমল, দিনাজপুর জেলা সমন্বয়ক রেজাউল ইসলাম সবুজ, ঠাকুরগাও জেলা সমন্বয়ক মাহাবুব আলম রুবেল, নীলফামারী জেলা সংগঠক ইয়াসিন আদনান রাজীব, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. তুহিন ওয়াদুদ প্রমুখ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, ভারত আন্তর্জাতিক নদী আইন অমান্য করে একতরফাভাবে একের পর এক নদীতে বাঁধ দিয়ে বাংলাদেশে মরুকরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে চলছে। ফারাক্কা দিয়ে পদ্মা ধ্বংস করার পর এখন ভারত কর্তৃক তিস্তার পানি প্রত্যাহারের ফলে তিস্তা নদী শুকিয়ে মরার উপক্রম হয়েছে। তিস্তায় এখন স্মরণকালের ভয়াবহ পানি সংকট চলছে। ঐতিহাসিকভাবে শীত মৌসুমে তিস্তা নদীতে ১৪ হাজার কিউসেক পানি প্রবাহিত হতো। বর্তমানে এই প্রবাহ কমে ৩০০-৫০০ কিউসেকে নেমে এসেছে। ভারত কর্তৃক তিস্তার পানি প্রত্যাহারের ফলে একদিকে যেমন এই অঞ্চলের কৃষি উৎপাদন বিপন্ন, অন্যদিকে মৎস্য সম্পদ, গাছপালা, প্রাণী-পাখী অর্থাৎ গোটা পরিবেশই ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, স্বাধীনতা পরবর্তী ৪২ বছরে শাসকগোষ্ঠীর ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের প্রতি নতজানু নীতি ও জনস্বার্থ বিরোধী অবস্থানের কারণে তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় করতে পারেনি। নেতৃবৃন্দ উত্তরবঙ্গকে মরুকরণের কবল থেকে রক্ষা ও তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ে সকল দেশপ্রেমিক জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানান। একইসাথে ভারতীয় শাসকশ্রেণীর আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে ভারতের গণতন্ত্রকামী ও শোষিত জনগণকে সোচ্চার হওয়ার আহবান জানান।

বিদ্যুৎ-ব্যবসায়ীদের মুনাফা নিশ্চিত করতেই রেন্টাল-কুইকরেন্টাল এবং বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি

(শেষ পৃষ্ঠার পর) বাসস্ট্যান্ড, কৃষিমার্কেট, লিংকরোড প্রভৃতি এলাকা প্রদক্ষিণ করে। পথে বিভিন্ন স্থানে সংক্ষিপ্ত পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

২৮ মার্চ সেগুনবাগিচা আঞ্চলিক শাখা, লালবাগ-আজিমপুর থানা শাখা, মিরপুর-পল্লবী থানা শাখার উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেগুনবাগিচা হাইস্কুলের সামনে থেকে মিছিলসহ সেগুনবাগিচা বাজার, শিল্পকলা একাডেমি, বারডেম-২, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এলাকা প্রদক্ষিণ করে। সেগুনবাগিচা বাজার ও শিল্পকলা একাডেমির সামনে দুটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৮ মার্চ লালবাগ-আজিমপুর শাখার উদ্যোগে আজিমপুর বাসস্ট্যান্ড ও আজিমপুর সুপারমার্কেটের সামনে পথসভা ও এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ২৮ মার্চ বিকালে মিরপুর-পল্লবী শাখার উদ্যোগে পল্লবী বাসস্ট্যান্ডে সমাবেশ শেষে মিছিলসহ মিরপুর ১১ নাম্বার ঘুরে পূরবী সিনেমা হলের সামনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এসব মিছিল ও সমাবেশে নেতৃত্ব দেন নগর বাসদ নেতা ফখরুদ্দিন কবির আতিক, সাইফুজ্জামান সাকন, বেলাল চৌধুরী, কল্যাণ দত্ত, মর্জিনা খাতুন, স্নেহাদ্রি চক্রবর্তী রিন্টু, মলয় সরকার, তাসলিমা নাজনীন সুরভি, নাঈমা খালেদ মনিকা, শরীফুল চৌধুরী, রাশেদ শাহরিয়ার, মাসুদ রানা, সাইফুল হাসান মুনাকাত প্রমুখ।

সিলেট : ২২ মার্চ বিকাল ৫ টায় দক্ষিণ সুরমা শাখার উদ্যোগে বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বাবনা পয়েন্টে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন দক্ষিন সুরমা শাখার সংগঠক মুখলেছুর রহমান এবং পরিচালনা করেন সঞ্জয় কান্ত দাস। বক্তব্য রাখেন সুশান্ত সিনহা, রেজাউর রহমান রানা, অনিক ধর, রুবেল মিয়া, জয়ন্ত দাস প্রমুখ।

টিলাগড় শাখার উদ্যোগে ২৩ মার্চ বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বিক্ষোভ মিছিলটি টিলাগড় পেট্রল পাম্প থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে টিলাগড় পয়েন্টে সমাবেশে মিলিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন মহিতোষ দেব মলয় এবং পরিচালনা করেন সাজু সরকার। বক্তব্য রাখেন এড. হুমায়ুন রশীদ সোয়েব, সাজিদুর রহমান, লিপন আহমেদ প্রমুখ।

ফরিদগঞ্জ (চাঁদপুর) : ২৩ মার্চ দুপুরে স্থানীয় শহীদ মিনারের সামনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। পরে একটি বিক্ষোভ মিছিল ফরিদগঞ্জ পৌর শহরের বিভিন্ন প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। মানববন্ধন চলাকালীন সমাবেশে বক্তব্য রাখেন চাঁদপুর জেলা বাসদ নেতা আজিজুর রহমান, জিএম বাদশা, ফারুক আহমেদ পাটওয়ারী, জাহাঙ্গীর হোসেন, মনির হোসেন প্রমুখ।

তিস্তার পানি প্রত্যাহার করে উত্তরবঙ্গকে মরুভূমি বানানোর চক্রান্ত রুখে দাঁড়ানোর শপথে বাসদ-এর তিস্তা ব্যারেজ রোডমার্চ

তিস্তা ব্যারেজ রোডমার্চের পথে পথে সমাবেশে অংশগ্রহণ করে সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ

আলুচাষীদের চোখের জল এখনও শুকায় নি। এরই মধ্যে উত্তরবঙ্গের কৃষকদের আহাজারি শুরু হয়েছে ক্ষেতের ফসল বাচানোর দাবিতে। বুকের রক্ত জল করে জমিতে ফসল বুনেছেন লক্ষ লক্ষ কৃষক। অথচ সেচের জলের অভাবে ধানী জমি শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে। দিনের পর দিন ভারত আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে একতরফাভাবে নদীতে বাধঁ দিয়ে চলেছে। এভাবে বাধঁ দিয়ে ভারত কর্তৃক তিস্তার পানি প্রত্যাহারের ফলে তিস্তা নদী শুকিয়ে মরার উপক্রম হয়েছে। চলছে স্মরণ কালের ভয়াবহ পানি সঙ্কট। পানি না থাকায় ৬০ হাজার ৫০০ হেক্টর জমির বোরো ধানের আবাদ হুমকির সম্মুখীন। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কায় কৃষকদের চোখে ঘুম নেই। কিন্তু সরকারের কুম্ভকর্ণের ঘুম এতেও ভাঙছে না। ভোটের বেলায় সরকার কৃষক বান্ধব! আর কৃষকের বিপদের দিনে তাদের টিকিটিরও দেখা নেই। আসলে এরা পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী সরকার । পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষা ও ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য সাম্রাজ্যবাদী ভারতের কাছে নতজানু এদেশের শাসকশ্রেণী। কৃষকদের বুকফাটা আর্তনাদ তাদের ক্ষমতার মসনদের দুয়ারে পৌঁছায় না। জলঢাকার কৃষক আব্দুল আলিমের কণ্ঠেও এই কথার প্রতিধ্বনি, 'জমি ফেটে যাওয়া মানে আমাদের বুক ফেটে চৌচির হয়ে যাওয়া। যারা ভোট চান, যারা সুশীল সমাজ, যারা সরকার সবার কাছে আমাদের দাবি পানি দেন।' তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যার দাবি এ এলাকার জনগণের দীর্ঘদিনের। তাদের দাবির প্রতি না সরকার, না কেউ কর্ণপাত করেছে। মানুষও অভিজ্ঞতায় বুঝেছে, চুপ করে থাকার দিন শেষ। দাবি আদায় করতে হলে রাস্তায় নামতে হবে। মার্চের মাঝামাঝি বিভিন্ন এলাকায় কৃষকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তিস্তা ব্যারেজে পানি না থাকার প্রতিবাদে এবং তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ে সরকারের ব্যর্থতা ও নতজানু ভূমিকার প্রতিবাদে ২৩ মার্চ রবিবার সকাল ১১টায় বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে প্রেসক্লাব চত্বরে মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি লাখো কৃষকের বুকের কান্নাকে ধারণ করে ডাক দেয় আন্দোলনের। এই দাবিতে ৩০ মার্চ রংপুর থেকে তিস্তা ব্যারেজ পর্যন্ত রোডমার্চ সম্পন্ন করে। তার আগে গত ২৪ মার্চ সংবাদ সম্মেলন থেকে ৭ দিনের আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। এই কর্মসূচিতে সভা-সমাবেশ, মানববন্ধন যেমন ছিল, তেমনি এগুলো সফল করার জন্য গ্রামে-গ্রামে, বাড়ি-বাড়ি প্রচার পত্র বিলি করা হয়। কর্মসূচি সফল করতে অংশগ্রহণ ও আর্থিক সহযোগিতার আহ্বান জানানো হয়। অভাব-দারিদ্রের মধ্যে বাস করা মানুষ তাদের সীমিত সামর্থের মধ্যে সর্বোচ্চ আন্তরিকতায় অর্থ নিয়ে আন্দোলনকারীদের পাশে এসে দাড়িয়েছে, তাদের একাত্মতা জানিয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ৩০ মার্চের রোডমার্চ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সহিংসতার রেশ মানুষের মন থেকে এখনো মুছে যায়নি, তার সাথে উপজেলা নির্বাচনের সহিংসতা। রাজনৈতিক দলের মিছিল-সমাবেশ দেখলে সাধারণ মানুষ ভীত হয়ে ওঠে। 'দশ হাত' দূরত্ব বজায় রাখে। কিন্তু ৩০ মার্চ রংপুর-নীলফামারীর পথে পথে দেখা গেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র। মিছিল দেখে দোকানপাট ঘরবাড়ি ছেড়ে এগিয়ে এসেছে সাধারণ মানুষ, এমনকি বাড়ির নারীরাও। পথের পাশের মানুষ মিছিলকারীদের পানি, লেবুর শরবত দিয়ে আপ্যায়িত করেছে। সমাবেশগুলোতেও ছিল বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। এমন ছবি তো সচরাচর দেখা যায় না। মরনোন্মুখ তিস্তা বাঁচাতে, কৃষি ও কৃষক বাঁচাতে, তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় করার দাবি নিয়ে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির উদ্যোগে রংপুর-তিস্তা ব্যারেজ রোডমার্চকে নিজেদের কর্মসূচি হিসাবেই দেখেছে ওই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ। আর তাই সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে বাসদের রোডমার্চ হয়ে উঠেছিল বিরাট এক জনস্রোত।

৩০ তারিখ রবিবার সকাল ১০টায় রংপুর প্রেসক্লাবের সামনে থেকে শুরু হয় তিস্তা রক্ষার রোডমার্চ। উত্তরবঙ্গের প্রাণ তিস্তা – যার প্রবাহের সাথে মিশে আছে এ অঞ্চলের মানুষের জীবন। সেই তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যার দাবি আদায়ের আন্দোলনে শামিল হতে *(তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

বিদ্যুৎ-ব্যবসায়ীদের মুনাফা নিশ্চিত করতেই রেন্টাল-কুইকরেন্টাল এবং বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি

বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে ঢাকাসহ সারাদেশে বিক্ষোভ

গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের মূল্য গত ২০ বছরের নির্বাচিত সরকারের আমলে বাড়ানো হয়েছে ১৯ বার। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার দাম বাড়িয়েছে ১৩ বার। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আওয়ামী লীগ সাতবার ও ২০১০-২০১২ মেয়াদে মহাজোট সরকারের আমলে ৬ বার দাম বাড়িয়েছে। এই যে বছর বছর বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি, তার কারণ কি? কারণ, বিদ্যুৎ-ব্যবসায়ীদের মুনাফা নিশ্চিত করতেই রেন্টাল-কুইকরেন্টালের নামে ডাকাতি চলছে। সেই ডাকাতির খেসারত দিচ্ছে জনগণ। এই লুটেরাদের পকেট ভারী করতে জনগণের পকেট কাটার দায়িত্ব নিয়েছে সরকার নিজে, একই সাথে রেন্টাল-কুইকরেন্টালকে আইন করে বিচারের আওতার বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিক কোম্পানির কাছে সাগরের গ্যাসব্লক ইজারা ইত্যাদি জনবিরোধী কর্মকাণ্ড এবং সর্বোপরি ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ যাতে প্রকাশিত হতে না পারে সেজন্য সরকার অত্যন্ত তৎপর। এই সরকারই একদিকে টুয়েন্টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের উদ্বোধনের নামে হিন্দি গান আর নাচের জলসা বসাচ্ছে, অন্যদিকে লক্ষ কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে রেকর্ড করার আয়োজন করেছে। আসলে বিদ্যুৎ নিয়ে এ ধরনের নগ্ন-নির্লজ্জ লুটপাটকারী নীতি শুধু আওয়ামী লীগ একা অনুসরণ করছে তা নয়, বিগত বিএনপি-জামাতও একই নীতি অনুসরণ করেছে। এখন সময় এসেছে সরকার ও শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জনগণের সমস্ত অংশের মানুষের প্রতিরোধ গড়ে তোলা, বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতি তৈরি করে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ঢাকাসহ সারাদেশের মানুষের প্রতিরোধ গড়ে তোলা। বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে বাসদ ঢাকা মহানগর শাখার উদ্যোগে ঢাকার বিভিন্ন থানায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে নেতৃবৃন্দ এসব কথা বলেন। বাসদ ঢাকা নগর শাখার উদ্যোগে ঢাকার সূত্রাপুর, শাহবাগ-নিউমার্কেট, মোহাম্মদপুর-আগারগাঁও, লালবাগ-আজিমপুর, সেগুনবাগিচা এবং মিরপুর-পল্লবী অঞ্চলে পৃথক পৃথক মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

১৮ মার্চ সূত্রাপুর থানা শাখার উদ্যোগে বিকাল ৫টায় বাহাদুর শাহ পার্কের সামনে সমাবেশ শেষে লোহারপুল ও কাঠেরপুল এলাকায় দুটি পৃথক পথসভা করা হয়। ২১ মার্চ বাসদ শাহবাগ থানার উদ্যোগে বিকাল সাড়ে ৪টায় শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়। পরে একটি মিছিল কাঁটাবন, এলিফেন্ট রোড, নীলক্ষেত হয়ে নিউমার্কেটের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পথে বিভিন্ন পয়েন্টে সংক্ষিপ্ত পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। ২১ মার্চ বিকালে মোহাম্মদপুর টাউন হলের সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শেষে বিক্ষোভ মিছিল বিক্ষোভ মিছিল মোহাম্মদপুর *(তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

বিদ্যুতের বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহার ও লুটপাট বন্ধের দাবিতে ঢাকার মোহাম্মদপুর, শাহবাগ ও চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে বাসদ-এর বিক্ষোভ মিছিল

সম্পাদক : শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ, কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি কর্তৃক ২২/১, তোপখানা রোড (ষষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭৩, ই-মেইল : spb@sammobad.org, ওয়েব সাইট : www.sammobad.org